দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 11 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

৮৪

শিক্ষাঙ্গন

উচ্চ শিক্ষা ও সেশন জট

উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি [illegible] গৌরব। দেশ ও জাতির পথ প্রদর্শক ও পরিচালক। তাঁদের কাছেই জাতি ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা পেতে পারে। এ জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার হার মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। এর মূল কারণ সেশন জট। এই সেশন জটের দরুন বিত্তবান এবং উচ্চবিত্তবান শ্রেণীর লোক তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দেন। এতে করে তারা একদিকে সুষ্ঠু লেখাপড়ার সুযোগ পায় অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময় কাজ করে লেখাপড়ার খরচ চালিয়েও অর্থ বাঁচাতে পারে। কিন্তু মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে এ সুযোগ নেয়া সম্ভব নয়। তাই দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেশন জটের মধ্যে বছরের পর বছর তাদের কাটিয়ে দিতে হয়। অনেক ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের পক্ষে এভাবে খরচ জোগানো সম্ভব হয় না। তাই ছাত্রছাত্রীরা এই অবসরে বিভিন্ন [illegible] প্রবণতায় জড়িয়ে পড়ে।

এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ছাত্রদের কার্যকলাপের উপর প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ নির্ভর করে থাকেন—এ জন্য কর্তৃপক্ষের কোন ভূমিকা নেই। আর ভূমিকা নেন না বলেই আজকের সেশন জট।

ইতিমধ্যে অনেক ভাল ছাত্র-ছাত্রী অনার্স ছেড়ে পাস কোর্সের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। যেখানে অনার্স তিন বছরের, কোর্স শেষ করতে ছয় সাত বছর লেগে যায় এবং এক বছরের মাস্টার ডিগ্রী কোর্স শেষ করতে দুই তিন বছর লেগে যায় সেখানে পাস কোর্সে লেখাপড়া করাই শ্রেয়। এ ক্ষেত্রেও ডিগ্রি পাস করে মাস্টার ডিগ্রিতে ভর্তি হয়ে এক বছর বসে থাকতে হয়।

এভাবে আমাদের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে তা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। তাই এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এখন থেকেই চালাতে হবে।

মোস্তফা খান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের ষড়যন্ত্র

বাংলাদেশ [illegible] মুসলিম রাষ্ট্র। তাই এদেশে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক—এটা এদেশের তৌহিদী জনতার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন।

এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে মাদ্রাসা ছাত্রদের বহু আন্দোলন করতে হয়েছে। অবশেষে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল কেটে ঢাকার অদূরে গাজীপুরে ১৯৮৩ সালের ২১ জুলাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের মন্থর গতি আমাদের বার বার চিন্তিত ও হতাশ করেছে। মালয়েশিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। একই সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের সাহায্যের আশ্বাসে ঢাকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি পেয়েছিলো। অথচ আমাদের মুসলিম প্রধান দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশের একটি মাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি ডাংগায় স্থানান্তরের জন্য বর্তমানে চলছে গভীর ষড়যন্ত্র ও টালবাহানা।

এটা সত্যিই জাতির জন্য [illegible] উদ্বেগ ও দুঃখজনক ব্যাপার। যখন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস, [illegible] জোয়ারে ছেয়েছে তখন [illegible] প্রয়োজন চরিত্র গঠনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। আর এ কাজের জন্য প্রয়োজন একটি স্থায়ী মিশন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হবে এ ঘাটি বা মিশন। এখান থেকে সৃষ্টি হবে ইসলামী চিন্তাবিদ রাজনীতিবিদ সংযোগ্য নেতৃত্ব ইসলামী সংস্কৃতিমনা সব ধরনের জ্ঞানী লোক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্দেশ্য আজ ক্ষুণ্ণ হতে যাচ্ছে। আমরা মনে করি, সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ দ্রুত এগিয়ে নেয়া উচিৎ। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। তাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকাতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত। প্রয়োজনে শান্তি ডাংগায় অন্য আরেকটি মহিলা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় করা যেতে পারে। কারণ একটি মুসলিম প্রধান দেশে মহিলাদের কোরআন হাদিস সম্পর্কে উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এদেশের মুসলমানদের স্বার্থে তথা ইসলামের স্বার্থে সকল ষড়যন্ত্র ভুলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকে এগিয়ে নেয়া সরকার সর্বোপরি আমাদের সকলের ঈমানী কর্তব্য। [illegible] ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] দিহি করতে হবে।

—রফিকুল ইসলাম ফারুকী

মতামত

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাইট শিফট

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার তুলনায় এদেশের সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। বিশেষ করে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ১ লাখ ৩১ হাজার ৩১ জন ছাত্র-ছাত্রী কৃতকার্য হয়েছে। এতে চারটি বোর্ডে গড়ে পাশের হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৩-২১। দৈনিক ইনকিলাবে দেয়া এক প্রতিবেদনে জানা যায়, মোট কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৭০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। বাকী ৬১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হবে। অর্ধেকের বেশী ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হওয়ার পরও ভর্তি সমস্যা এত প্রকট আকার ধারণ করেছে। তাই, যদি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইট শিফট চালু করা হয় তবে একদিকে যেমন ভর্তি সমস্যা কিছুটা লাঘব হবে অন্যদিকে সেশন জট নিরসনেও এর ভূমিকা হবে অগ্রগণ্য। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সময় এবং ব্যয় সাপেক্ষ। কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি শুরু হতে যাচ্ছে। অতএব, অতিসত্বর প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইট শিফট চালু করে ভর্তি সমস্যা ও সেশনজট নিরসন করার জন্য স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ শফিকুল ইসলাম,
গ্রামঃ নয়ামাটি, পোঃ আমিনপুর,
উপজেলাঃ সোনারগাঁও,
নারায়ণগঞ্জ-১৪৪১।